কবিতা

স্বর্ণেন্দু সেনগুপ্ত

খোলা জানলার অংশবিশেষ

১.

একটি ঘর, আর তার বিষয়আশয়
দক্ষিণের খোলা জানলার অংশবিশেষ
যেন ঘুম থেকে ফিরে আসার কাহিনিগুলি এভাবে বলা হয়,
তারপরও একটি সহজ রাতের গল্প নিয়ে ফিরে আসে তারা
তারা ফিরে আসে, তাদের আসার পর দরজাটি খোলা হয়েছিল

এভাবেও ফেরে , ফিরে আসার কাহিনিগুলি, ফেরে
ফেরার সকল পথ দীর্ঘ ও জটিল হতে থাকে
যদিও সহজ পাঠের ভূমিকা এতটা কঠিন নয় আর,
তাদের হাসির ঢঙে যেভাবে শরীর মিশে থাকে

একটি জানলা খোলা পড়ে আছে
দুদিক থেকে ফিরে আসার গল্পগুলি সেখানে শোনা যায়

দীর্ঘ এক ছায়া নিয়ে সেই ঘর
তাদের আসার পথ জুড়ে,
দক্ষিণের খোলা জানলার অংশবিশেষ
হাওয়ায় হাওয়ায় ভরে ওঠে
...

২.

তাকে আঙুলের সঙ্কেতে জাগিয়ে তুলেছ
ভাতের গন্ধে, সন্ধের কাছে এসে অন্য
তার হাসি, আরও কোনো অন্যের দিকে বেজে ওঠে
তুমি তাকে জাগিয়ে রেখেছ

খেলায় খেলায়, একটি জানলার চতুঃপার্শ্ব
তাকে ঘিরে রেখেছে, তুমি শুনছো তার হেঁটে যাওয়া
ঘর ও উঠোন, সব ভালমানুষের কাহিনি জুড়ে যেভাবে টিকে থাকে

দেখো একযোগে, জানলার চারপাশে যেভাবে আঁচল ঝুলে আছে
যেভাবে একটি শাড়ি দুলে দুলে রৌদ্রসহায়, দেখো সেই জানলার রূপ
দেখো কোন সন্ধের চারপাশে তার গান এখনো সংগীত হয়ে টিকে আছে

একটি দক্ষিণ, এভাবেই জানলা ও তার অংশবিশেষ, ধুলোয় ধুলোয় ঢেকে যায়
...

৩.

তারপরও সেই সঙ্গীত, তারপরও সেই মুদ্রাদোষের নিচে বেজে ওঠা
কিছু ক্ষোভ, বাতাসের মৃদু আলোড়ন, আহা সেই বায়ুপ্রবাহের সন্ধেসকাল
খোলা জানলার পাশে, আরও আরও খোলা জানলার অংশবিশেষ ঢাকা পড়ে থাকে

একটি পাখির রঙ, শিশুটির চেয়ে থাকবার একটু আদল, ঘরে ঘরে
দুলে ওঠে, দুলে ওঠার সেই সন্তর্পণ টিকে আছে, তার চেয়ে থাকবার যাবতীয় পরিহাস জুড়ে

এস, এইখানে বসে থাকবার কালগত নীরবতা, এস, এইখানে হেসে উঠবার যাবতীয় শীতকাল, এস ...

ভাল করে ,আরও অন্যের থেকে ভাল করে, সে দেখে জানলাগুলির রঙ, সে দেখে চেয়ে থাকবার যাবতীয় রূপ
সন্ধে সকাল জুড়ে, দেখা তবু ফুরোল না, পাখিগুলি উড়ে গেল না'ক তার তাকানোর দিকে, স্থির নিরুদ্দেশে
যা কিছু আছে, সেটুকুই রেখে দেওয়া একটি জানলায়, আর সেই খুলে থাকা অংশবিশেষে
...

৪.

আকাশ দেখেছো তুমি, তবু পাখি গান গায়, আর আকাশের পাড়ায় পাড়ায়
এখনো অনেক ফুল, এখনো অনেক রঙ, বাতাসের ভিতরে সে গান
বেজে উঠবার আগে, সে গেয়ে ওঠে, সে উড়ে যায়, পাখায় পাখায়
পাখির পাখির, সেই ছবি, সেই অন্যরকমের আরও একটুকরো উড়ে যাওয়া তার

পাখির, গাছে গাছে অন্য আর একরকম, অন্য আর এক পাখি সেই সন্ধের
এমন একটি সময় ফুটে আছে, একটি পাখির গায়ে, একটি পাখির ছায়া ফুটে আছে
আমি সেই ঘটমানতায় বসে আছি, সেই জানলায়, সেই খোলা, খুলে যাওয়ায়

এভাবে আকাশ দেখেছ তুমি, তোমার চারপাশ তোমাকে দেখেছে, তুমিও আকাশ

এভাবে আসবে সে, এভাবে কথার ফাঁকে ফাঁকে তার ফিরে আসা, খোলা জানলার অংশবিশেষে রচিত হয়েছে
...

৫.

সে তার কথায়, সে তার নিজস্বতায়
ভরে আছে, এখানে ভোরের পিছনে তার একটি ছায়া
ইতিহাসের অনেক ভিতরে তার ঘর
সেই ঘর, অবিনশ্বরতার চিহ্নটুকু পড়েছে তার ছায়ার ভিতর
চোখজুড়ে চিনে নাও, সমবেত হয়ে আছে, সেটুকুই তার বাসস্থান

তার আকাশ, এখন অপেক্ষায় ভরে আছে
সেখানে মেঘ, কিছু পর্যটনশীলতা, কিছু তার অপটু সঞ্চার
সে দেখেছে তার দক্ষিণে, সে দেখেছে তার খোলা জানলায়

সে তার কথায়, সে তার বসে থাকায়, মেঘ থেকে অন্য মেঘে
একটি শব্দের ভিতরে জেগে ওঠে, একটি শব্দের ভিতরে রাত্রি নামে তার

কথায় কথায়, সে তার নিজস্বতায় জানলা খুলে ধরে, দক্ষিণের ফাঁকা অবেলায়

...

৬.

খোলা জানলার অংশবিশেষ গভীর ঘুমের থেকে
একটি স্বপ্নের দেশে খুলে যেতে থাকে
তাকে যদি জলের আয়না ধরে দাও, একখানি পাখি উড়ে যাবে
দক্ষিণে, তার ঘরে আছে কতটা পালক, ততদূর দক্ষিণে ঘুরে গেছে স্মিতহাসিমুখ
চিহ্নগুলি সব খুলে যায়, খুলে যেতে যেতে, একটি জানলার দক্ষিণ বেজে ওঠে
দূরে, অগণিত দূরের যাত্রায়, তারা নদীকেও আর একবার নদীমাতৃকে ফিরে পেতে চায়

খোলা জানলার অংশবিশেষ ফাঁকা পড়ে থাকে, শুধু এটুকুই ভিতরের কথা,
শুধু এটুকুই জেনে রাখা ভালো

Copyright © 2019 Swarnendu Sengupta Published 1st Nov, 2019

স্বর্ণেন্দু সেনগুপ্ত মেদিনীপুর নিবাসী, জন্মসাল ১৯৮১। ২০১২ সালে প্রথম কবিতার বই, ‘ধানইন্দিরা’ প্রকাশিত হয়, (কবিয়াল)। ২০১৫ তে দ্বিতীয় কবিতার বই, ‘পিতার জন্ম হয়’ (মনফকিরা)। ২০১৮ সালে ভাষালিপি থেকে প্রকাশিত মার্গারেট এটউডের কবিতার অনুবাদ ‘ফাঁসুড়েকে বিবাহপ্রস্তাব’ এবং ২০১৯-এ, বইপত্তর থেকে প্রকাশিত হয়েছে, ‘গুয়ান্তানামো / স্মৃতিকথা সাক্ষাৎকার কবিতা ছবি’।